অন্যরকম জন্মদিন

দিলরুবা শাহানা

আজ তোমার জন্মদিন। সাফল্যে বিনম্র হও, মহৎ হয়ে আকাশ ছোঁও, সবার ভালবাসা কুড়িয়ে যাও এই প্রার্থনা আমার। তুমি কাছে নাইতো তাই চলে যাওয়া জন্মদিন গুলোর কথা ভাবছি। ঈসা খাঁর রাজধানী সোনার গায়ে সারাদিনের হৈ চৈ করে কাটানো জন্মদিন। যাদুঘর বন্ধ ছিল তবে প্রাঙ্গনে রাখা জয়নুল আবেদিনের মহৎ শিল্পকীর্তি অবাক চোখে দেখেছিলে তোমরা।

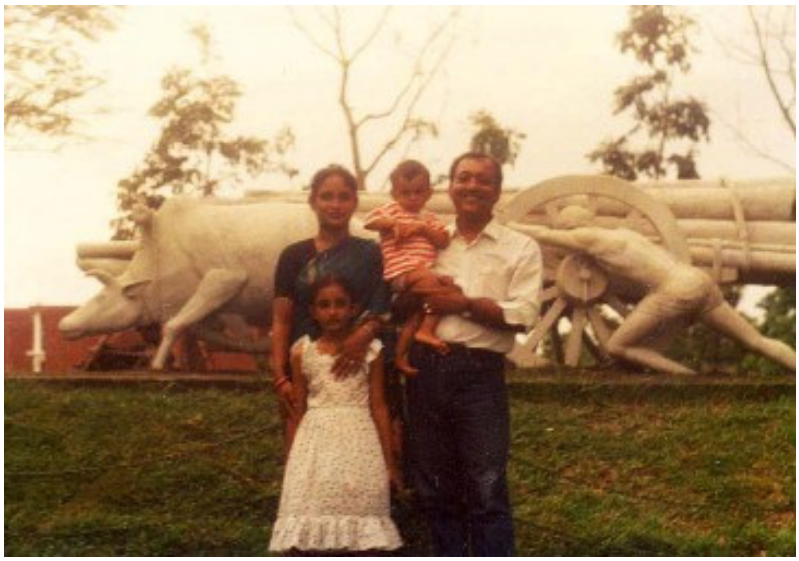

আরেক জন্মদিনে তোমার মেজমামী ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক নিয়ে হঠাৎ উদয় হয়ে কি আনন্দিত যে করেছিল তোমাদের। জন্মদিন আসতো আনন্দ আর উপহার নিয়ে।

তবে সেই জন্মদিনটার কথা বেশী মনে রাখার মতো। তোমার সেই জন্মদিনের ক'দিন আগে তোমার খেলার সাথী পাখী এল আমাদের বাড়ী। মিরপুর নাকি মোহাম্মদপুর থাকতো সে। মা ছিল বিহারী। বাবা নিখোঁজ। ফর্সা, ভাসাভাসা চোখ, গোলগাল গড়নের শান্তশিষ্ট পাখীকে আমাদের ভাল লাগলো খুব। তোমার জন্মদিনে তুমি পাখীকে কিছু দিতে চাও বললে। ক্লিপ, ফিতা না জামা? কি দেয়া যায় ওকে? যা হোক শেষে তোমাকে সাথে নিয়ে পাখীর জন্য জামা কিনে আনলাম। তবে পাখীকে তা জানতে দেওয়া হল না।

জন্মদিনের ভোরে তুমি উঠে পাখীর কাছে গেলে। এক হাতে জামা ধরে অন্য হাতে ঝাঁকিয়ে ওর ঘুম ভাঙ্গালে। ও চোখ কচ্‌লে উঠে বসতেই ওর কোলের উপর জামা রেখে বললে "পাখী দেখ দেখ তোমার নতুন জামা!" পাখীতো অবাক। ওর চোখে আনন্দের যে আলো দ্যুতি ছড়ালো তা মনে রাখার মতো।

তারপর থেকে রেওয়াজ হয়ে গেল বাচ্চারা জন্মদিনে যারা বাড়িতে কাজ করে তাদের উপহার কিনে দেবে। এখনও দূরে বাংলাদেশে তোমার জ্ঞাতী ভাইবোনেরা কোন পারুলী, ডালিম, মারুফা বা অন্য নামের কাউকে উপহার দিয়ে জন্মদিনের আনন্দ ভাগ করে নেয়।